যুগান্তর

তারিখ ...2 OCT 2012...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৪...

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা বিধিমালার খসড়া স্ববিরোধী

মুশতাক আহমদ

অবশেষে সরকার বাংলাদেশে বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি বিধিমালা প্রণয়ন করছে। মন্ত্রণালয়ের গঠিত একটি উপ-কমিটি সম্প্রতি এ নিয়ে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করেছে। ২৩ অক্টোবর আরেক কমিটির সভায় সেটি উত্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রণীত খসড়াটি অনেকটাই স্ববিরোধিতায় পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নয়। যে মূল আইনের অধীনে বিধিমালাটি হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে মূল আইনেও সে ধরনের কঠোর নির্দেশনা নেই। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, বিদেশী ডিগ্রির নামে শিক্ষার্থীরা যেসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রতারিত হয়, তার একটি খাত হচ্ছে বিদেশে ভর্তির নামে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাছে। বিধিমালার কোথাও সেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একটি শব্দও নেই।

বিদেশী ডিগ্রির নামে বাংলাদেশে সাধারণত দু'ধরনের কার্যক্রম চলে। এর একটি হচ্ছে বাংলাদেশেই ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, মালয়েশিয়া, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশের বিভিন্ন

মূল আইনেও নেই কঠোর নির্দেশনা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ক্যাম্পাস, শাখা বা স্টাডি সেন্টার খোলা হচ্ছে। এর বাইরে বিদেশে পড়তে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। অভিযোগ রয়েছে, এই দুটি ক্ষেত্রেই এ দেশের জনগণ প্রতারিত হচ্ছে। দেশে যেমন অসংখ্য ভুয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের নিজ দেশে ওই নামে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই নেই। আবার অনেকের নিজ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেগুলো যেমন অত্যন্ত নিম্নমানের তেমনি এদেশে শিক্ষাদানের আড়ালে সনদ বাণিজ্য করছে। দিচ্ছে নামমাত্র শিক্ষা। আবার বিদেশে ভর্তির নামে অনেকে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে কনসালটেন্সি ফার্ম খুলে বসেছে। এর আড়ালে তারা প্রতারণা করছে। অনেকেই ভর্তির কথা বলে কোটি কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। দেশে এ ধরনের প্রায় ৫ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে বলে এ খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির ভয়াবহতা কোন অংশেই কম নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকার যে খসড়া বিধিমালা তৈরি করেছে, তাতে বিদেশে ভর্তির ব্যাপারে একটি শব্দও নেই। খসড়া ওই বিধিমালার মোট ৭টি পৃষ্ঠায় ৩৭টি ধারা রয়েছে। এর মূল স্পিরিট হল বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে স্ববিরোধী : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

স্ববিরোধী : বিধিমালার

(২০ পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাস, শাখা বা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যাই স্থাপিত হোক, তা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী চলবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) বা সরকারের কাছে আবেদন করলে তা দূর করা হবে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে আলাদা করে বিধিমালার আর দরকার হয় কেন। আবার বিধিমালার ২৭ নম্বর ধারায় কোর্স পরিচালনার জন্য তা ইউজিসি থেকে অনুমোদন নেয়ার কথা বলা হয়। অথচ ২৪ নম্বর ধারায় পাসকারী শিক্ষার্থীদের চাকরির ক্ষেত্রে ওই সনদের আবার সমতা বিধানের শর্ত দেয়া হয়। প্রশ্ন হলো, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সও ইউজিসি অনুমোদন দেয়। অথচ ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সনদের সমতা বিধান করতে হয় না। আবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাময়িক অনুমোদনের জন্য আইনের ৬ ধারায় যে শর্ত দেয়া হয়েছে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তা আরোপ করা হবে। অথচ অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বা শাখা ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রে ২ কোটি আর স্টাডি বা টিউটোরিয়াল সেন্টারের ক্ষেত্রে ১ কোটি করা হয়েছে। আবার এ অর্থ রাখতে হবে ইউজিসির নামে এফডিআর করে। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা করে না। এখানেই শেষ নয়, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনবলের নিয়োগপত্র বা চুক্তিপত্র ইউজিসিতে জমা দিতে হবে, যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করে না। ফি কাঠামো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই কেবল অনুমোদনের কথা রয়েছে। তাতে হস্তক্ষেপের নির্দেশনা একটির ক্ষেত্রেও নেই। এই বিষয়টি অবশ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মূল প্রস্তাবনায় ছিল, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পরীক্ষাকরণের নামে তুলে দেয়। এভাবে বিধিমালাটিতে নানা স্ববিরোধিতা ও অপূর্ণাঙ্গতা রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিধিমালাটির অস্পষ্টতার কারণেই বিদেশী পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন যেমন নিরুৎসাহিত হবে, তেমনি স্থাপিত হলেও তাদের প্রতারণা বন্ধের ততটা রাস্তা নেই।

তবে বিধিমালাটির ইতিবাচক দিক হচ্ছে, এতে বর্তমানে যেসব অননুমোদিত শাখা পরিচালিত হচ্ছে সেগুলো বন্ধের রাস্তা তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, অবৈধভাবে পরিচালনা করলে বা বিধিমালা লঙ্ঘন করলে ৫ বছরের জেল আর ১০ লাখ টাকা জরিমানার যে কোন একটি বা উভয়টি করার প্রস্তাব রয়েছে। আর লাভের টাকা বিনিয়োগকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ দেশে নেয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের অধিকারও এতে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এই সুযোগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও বিদেশী কোর্স খোলার একটি পথ খোলা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ ব্যাপারে বলেন, যে খসড়াটি হয়েছে সেটি উপ-কমিটির উপ-কমিটি প্রণয়ন করেছে। এটি এখন মূল উপ-কমিটিতে যাবে। সেখান থেকে মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মূল কমিটির সভায় পেশ হবে। এরপর তা চূড়ান্ত হবে। সুতরাং কোন সীমাবদ্ধতা থাকলে তা ওই প্রক্রিয়ায় দূর হতে পারে।

এ ব্যাপারে, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর কাছে জানতে চাইলে বলেন, বিশ্বায়নের যুগে যেহেতু চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতাও হয় বিশ্বব্যাপী। তাই তারা চান সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হোক দেশে। কেননা, পার্শ্ববর্তী ভারতেও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত করা হবে। আর সেই লক্ষ্যেই বিধিমালা প্রণীত হচ্ছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিদেশে ভর্তির ব্যাপারে পরামর্শদান প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা বিধিমালা বা আইন দরকার।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে খসড়া প্রণয়ন নিয়ে ২৭ মাস ধরে সময়ক্ষেপণ চলছে। অভিযোগ রয়েছে, এ ধরনের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস বাংলাদেশে স্থাপিত হোক বা কার্যক্রম পরিচালনা করুক— তা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চায় না। তাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণীর কর্মকর্তা গাঁটছড়া বেঁধেছে। যে কারণে ২০০৭ সালে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ নিয়ে টানাহেঁচড়া চলছে। ওই বছর যেতে সরকার বাণিজ্যের অভিযোগে ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত পর্যন্ত করে। এরপর থেকে সরকার এবং উদ্যোক্তা— উভয়পক্ষ থেকে আইন বা বিধিমালা প্রণয়নের কথা ও দাবি উঠছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১৮ জুলাই পাস হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৩৯ ধারায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা ও সে জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়নের কথা বলা হয়। কিন্তু সেই বিধিমালাও বিগত ২৭ মাস ধরে প্রণীত হচ্ছে না।

7